দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 9 APR 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

রাজনীতি ও শিক্ষক সমাজের ভূমিকা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইল ছাত্রের চিত্ত উদ্বোধন করা। সঠিক শিক্ষা না পাইলে মানুষের কার্যকরী শক্তি জাগিয়া উঠিতে পারে না। সেই মানুষও সমাজের সেবায় লাগিবার উপযুক্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছেন, 'শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুইটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।...জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই।' শিক্ষকগণ এমনতর শিক্ষাই প্রদান করিবেন ছাত্রদের, উহা যথাযথভাবে কাম্য।

প্রমথ চৌধুরী আরো ব্যাপক, বিশদ মাত্রায় নিরিখে বলিয়াছেন- 'শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত'। শিক্ষার কার্য ও লক্ষ্যটা কি? জীবনকে, জগৎকে জানা, চিনতে পারা। অসীম ভালোবাসায় ও গভীর আন্তরিকতায় জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা। আমাদের নাগরিক সমাজ-সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষাই সকল সংকট ঘুচাইয়া দিতে পারে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের সেই শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করিতে পারেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতের সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ও জাতীয় নেতৃত্ব প্রদানের দিকেও ছাত্রদেরকে সামগ্রিকভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন।

সম্প্রতি ভারতের মুম্বাই হাইকোর্ট শিক্ষকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে নেতিবাচক রায় প্রদান করিয়াছেন। আদালতের এই রায়টি আসিয়াছে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক চালচিত্রও আলাদা। এখানকার সামাজিক গতিধারা স্বতন্ত্র। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিব, পাকিস্তানি আমলে বাঙালি জাতির সংস্কৃতি-সভ্যতা এবং ঐতিহ্যিক অস্তিত্বের উপর প্রথম আঘাত আসে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ইস্যুটি লইয়া। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ 'ভাষা সমিতি' গঠন করিয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন প্রগতিশীল শিক্ষকেরাও ঐ আন্দোলনের সহিত সংহতি প্রকাশ করিয়া উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। পাকিস্তানি ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়া কোনো কোনো শিক্ষক কারাবরণও করিয়াছেন। ঐ সময় শিক্ষকগণ জাতীয় রাজনীতির ধারায় সম্পৃক্ত থাকিয়া ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে প্রভূত প্রেরণা ও উদ্দীপনা যোগাইয়াছেন। এমনকি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বাধিকার আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া, বাঙালির মুক্তি সনদ ৬-দফা আন্দোলন, ৯-দফা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ১১-দফা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহারা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষকদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অগ্রণী ও অতুলনীয়। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে শিক্ষকদের সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ঘেরা টোপে থাকিয়া অংশগ্রহণের বিষয়টি লইয়া। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ্যাকাডেমিক পরিসরের বাইরে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে তেমন বাধ্যবাধকতা নাই আমাদের দেশে। শিক্ষকগণ শিক্ষায়তনের ছাদের নিচে বসিয়া ছাত্রদের উপযুক্ত এ্যাকাডেমিক পাঠ প্রদান করিবেন উহাই স্বাভাবিক এবং সর্বোতভাবে প্রত্যাশিত। তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনীতি লইয়া কথা বলিতে পারিবেন না এমনটি নহে। এ্যাকাডেমিক শৃংখলা ও পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু করাটা হয়তো অনেকে সমীচীন বোধ করিবেন না। শান্তিপূর্ণভাবে ও সম্প্রীতিময় আবহে শিক্ষকগণের রাজনীতি করার ভিতর তেমন কোনো নির্বতনমূলক কিংবা নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করা সঙ্গত বোধ করি না আমরা। উদার গণতান্ত্রিক ও উন্মুক্ত সমাজে শিক্ষকগণও ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক ডিসকোর্স বা মতাদি ব্যক্ত করিতে পারেন, এখানে তেমন কোনো বাধা থাকিবার কথা নহে।